ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

ফারহানা রহমান
নিহার রঞ্জন রায়
দিপু রায়

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধিতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
এম. জাকির হোসের খান, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, প্রাক্তন *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
নিহার রঞ্জন রায়, প্রাক্তন *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
দিপু রায়, প্রাক্তন *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. জাকির হোসেন খান, শাহজাদা এম. আকরাম ও তথ্য সংগ্রহ পর্যন্ত গবেষণা তত্ত্বাবধায়নে আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, তথ্য সংগ্রহে গবেষণা সহকারী ফারহানা জাহান রাণী এবং তথ্য ভাণ্ডার তৈরিতে সহযোগিতার জন্য ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নূরে আলম ও প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ২ (৯) ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা হলো যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিগত বা পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুসারে প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হলো অটিজম বা অটিজম এস্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, বাক প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সুবিধা তাদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা ও তাদেরকে এমনভাবে দক্ষ বা উপযোগী করা যাতে তারা সকল নাগরিক সুবিধা নিতে পারে, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিনির্ধারণী পর্যায়, শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নয়নে বিশদভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (২০০৬) সকল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান সমুন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (২০৩০) কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে সকলের উন্নয়নের অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) ও (ঘ)]। জাতীয় শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিশুনীতি ও শ্রমনীতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা রাখা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধিবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসেবার ঘাটতি, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ছাড়া প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড না পাওয়া, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সচেতনতার ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত ২০১৭ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অন্তর্ভুক্ত হতে ৪৮% খানা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়।

ইতোপূর্বে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার তথা উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও তাদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে যা সুশাসনের আঙ্গিকে গবেষণার চাহিদা সৃষ্টি করেছে। টিআইবি তার কর্মক্ষেত্রের অংশ হিসেবে প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই টিআইবি আয়োজিত একটি অধিপরামর্শমূলক সভার সুপারিশক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা;
২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
৩. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও ঋণ, কর্মসংস্থান, পরিবহন, বিচারিক সেবা, দুর্যোগকালীন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট, সমাজসেবা কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, সেবাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) কার্যক্রম এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সময়

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ১: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও গ্রন্থ পর্যালোচনা
প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তাদের পরিচর্যাকারী বা অভিভাবক, সমাজসেবা অধিদফতর ও শাখা কার্যালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ, রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ
পরোক্ষ তথ্যের উৎস	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্যভান্ডার, বার্ষিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ

গবেষণার সময়: ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২০।

১.৫ বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের সাতটি (৭টি) সুর্নিদিষ্ট নির্দেশক ও সংশ্লিষ্ট উপ-নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভূক্ত নির্দেশকসমূহ হলো - আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সমন্বয়, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি।

সারণি ২: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়		
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	• আইন, বিধি ও নীতিমালা • বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা	• মানবসম্পদ • অবকাঠামো ও লজিস্টিকস	
সমন্বয়	• সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়		
অংশগ্রহণ	• বাজেট	• কর্মপরিকল্পনা	• প্রকল্প
স্বচ্ছতা	• তথ্য ব্যবস্থাপনা	• তথ্যে অভিগম্যতা	
জবাবদিহিতা	• জবাবদিহি ব্যবস্থা • তদারকি	• অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা • নিরীক্ষা	
সংবেদনশীলতা	• প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ	• কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান	
অনিয়ম-দুর্নীতি	• দায়িত্বে অবহেলা	• ঘুষ লেনদেন	• আত্মসাৎ

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ

সারণি ৩: উল্লেখযোগ্য সরকারি উদ্যোগ

বিষয়সমূহ	সরকারি উদ্যোগসমূহ
আইন ও বিধিমালা	▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	▪ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় তথ্যভান্ডার তৈরি ▪ ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশুদের জন্য কর্ণার প্রতিষ্ঠা

	▪ সকল ধরনের থেরাপি যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদিসহ ৩২টি বিশেষ ধরনের ভ্রাম্যমান ভ্যান ক্রয় ▪ অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১১টি বিশেষ বিদ্যালয় চালুকরণ এবং বিশেষ থেরাপি সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ▪ ১৫ তলা বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান ▪ ৬০টি বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ
সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত উদ্যোগ	▪ অটিজম ও এনডিডিগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ ▪ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের মাঝে ঋণ ও অনুদান বিতরণ ▪ প্রকল্পের আওতায় সহায়ক উপকরণ বিতরণ
সচেতনতামূলক কার্যক্রম	▪ জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মেলা, অটিজম দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন

২.২ আইনি পর্যালোচনা

সারণি ৪: প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত আইন/ বিধিমালার পর্যালোচনা

আইন / বিধিমালা	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার বিষয়টি উল্লেখ নেই	গণপরিবহনে আসন নির্দিষ্ট থাকলেও হুইলচেয়ার ওঠানামার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় আসন বরাদ্দের সুবিধা সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা নিতে পারছে না
	আইনটি কোন কোন আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি	'লুনেসি' ১৯১২ আইনে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিরা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাবে না উল্লেখ থাকায় বুদ্ধি-প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি
	ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না [ধারা ৩১(৬)]	যারা পরিচয়পত্র পায় নি তাদের সকল ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫	জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা/শহর কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ নেই	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না হওয়ার ঝুঁকি
	কমিটিসমূহের সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং কমিটিসমূহের সভার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নি	কমিটিসমূহকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি হওয়া
	জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায়ের কমিটিসমূহের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় কীভাবে হবে তার উল্লেখ নেই	'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি
প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯	সরকারি বেতনভাতাপ্রাপ্ত যেসব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি নেই তাদেরকে নীতিমালা জারির দুই বছরের মধ্যে জমি বা ভবনের মালিকানা অর্জন করতে হবে, নতুবা সরকার কর্তৃক তাদের স্বীকৃতি থাকবে না [অনুচ্ছেদ ১৩ (৬)]	এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের তহবিল না থাকা বা সীমিত তহবিল থাকায়, তাদের পক্ষে জমি ক্রয় বা ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং তাদের স্বীকৃতি ঝুঁকির মুখে

২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

ক. বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত

জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখা হয় নি, বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যয় হলেও সেটা এ খাতের প্রকৃত বরাদ্দ কিনা তা স্পষ্ট নয় অর্থাৎ বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত তিন বছরের বিশেষ খরচের খাতগুলো সন্নিবেশ করে বাজেট বরাদ্দ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় সমন্বয় করে তা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও চাহিদার নিরিখে স্বল্প। ৬৪টি জেলাসহ উপজেলা ও শহর পর্যায়ে থাকা কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকার ফলে নিয়মিত সভা হয় না। তাছাড়া জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের আলোকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন পরিচালনার জন্য বরাদ্দ নেই এবং সমাজসেবা অধিদফতর নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির প্রায় ১৬ শতাংশ এখনো সরকার প্রদত্ত ভাতার আওতায় আসেনি।

সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মাসে ৭৫০ টাকা করে ১৮ লাখ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে যা জীবনধারণের চাহিদা পূরণে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা বিবেচনায় অনেক কম। এক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা গণ্য না করে কেবল মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যালরিসম্পন্ন খাবারের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৬০ টাকা হিসেবে ১,৮০০ টাকা যা মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় অনেক কম। এখানে বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা বিবেচনা করা হয় নি। একইভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য অফিস খরচ বাবদ প্রতি চার মাসের জন্য বরাদ্দ ২০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে প্রধান খরচের মধ্যে রয়েছে ইউএসটি থেরাপির জন্য ব্যবহৃত জেল (প্রতি টিউবের দাম ৫০০ টাকা), ইন্টারনেট বিল, পত্রিকার বিল, প্রিন্টারের কালি, সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থরা (সচিব বা উপসচিব) পরিদর্শনে আসলে তাদের আপ্যায়ন ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের খরচ।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নে বিশেষকরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের শিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, দক্ষ করে গড়ে তোলা, চাকুরির অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত অধিকসংখ্যক কর্মসূচি থাকায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে উল্লিখিত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কমিটিতে সমাজসেবা কর্মকর্তাকে রাখা হয় নি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিবান্ধব উপযোগী পরিবেশ ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ধারণে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ না থাকায় তাদের কল্যাণে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হয় নি। আবার প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৪১%, খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী ৯.০৭%, এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন (২০১৬) অনুযায়ী ৬.৯৪%। অপরদিকে সমাজসেবা অধিদফতরে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা ২১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৫৩ জন (৩০ নভেম্বর ২০২০)। বিশ্বব্যাংক (২০১১) এবং বিভিন্ন এনজিওর প্রাক্কলিত তথ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির হার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯%-১০%, তবে ৯% হিসেবে বাংলাদেশে নভেম্বর ২০২০ এ প্রাক্কলিত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫৪ লাখ, অর্থাৎ এ জনগোষ্ঠীর প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ সমাজসেবা অধিদফতর নিবন্ধন করতে পেরেছে, মাত্র নয় ভাগের এক ভাগ ভাতা পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সকল ধরনের প্রতিবন্ধিতার বিষয়টিকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অটিজম সম্পর্কিত কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ও এর অধীনে সচেতনতা কর্মসূচি, এনডিডিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা অনুদান, অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ৬০টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ ইত্যাদি অটিজম সম্পর্কিত কার্যক্রম। কিন্তু এসকল কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকর পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে এবং জরিপের জন্য জরিপকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণে ঘাটতি এবং জরিপ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধিতা সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বাক-শ্রবণ, দৃষ্টি এবং শারীরিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা করা এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ করা হয় না। নিচতলা ব্যতীত অন্য তলায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করলে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারে না, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ প্রশিক্ষক দেওয়া হয় না, অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটারে JOZ ও NDVO সফটওয়্যার থাকে না। সর্বোপরি পেশাদার জনবল, সেবা ও সক্ষমতা এই তিনটি বিষয় সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাতা নির্ভর কার্যক্রমের মধ্যে সরকার সীমাবদ্ধ রয়েছে।

খ. মানবসম্পদ

জনবল: প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে; অনুমোদিত পদের মধ্যে শূন্য পদ এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল রয়েছে। জনবলের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি সমাজসেবার কার্যালয়সমূহে এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে। তাছাড়া কারিগরি ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি রয়েছে, যেমন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্ট, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে থেরাপিস্ট, আর্টের শিক্ষক, দৃষ্টি ও বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষক। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিরা মানসম্মত সেবা পায় না এবং নিয়মিত সেবা পেতে সময়ক্ষেপণ হয়।

নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ: কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বিশেষকরে দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে জনবল এবং সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় বন্ধ রয়েছে, ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিয়মিত পাঠদানে গুরুত্ব কম দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ অন্যান্য জনবলের চাকরি নিয়মিতকরণের অনুমোদনে ফাউন্ডেশন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে হওয়ায় তা রাজস্ব খাতে যায় নি এবং বেতন-ভাতা দীর্ঘসময় একই অবস্থায় থাকায় তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। এসকল কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপিস্টের ঘাটতি রয়েছে - দেশের ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৫টি কেন্দ্রে স্পিচ থেরাপিস্ট এবং ৯৮টি কেন্দ্রে অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পদ শূন্য। এক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা বিবেচনায় গ্রেড দ্বিতীয় শ্রেণির হওয়ায় চাকুরিতে প্রার্থীদের কম আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

দক্ষতা: প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে থেরাপিস্ট এবং থেরাপিস্ট সহকারীদের একাংশের থেরাপি সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ও প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিতে বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিএসএড প্রশিক্ষণসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে, যেমন অকুপেশানাল ও আচরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি। ফলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বিশেষকরে শিশুদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক ও বুদ্ধিগত বিকাশে বিলম্ব হয়।

গ. অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, আদালত, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, ভোটকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, ফুটপাত, ফুটওভার ব্রীজ, লঞ্চ ও ফেরিঘাট প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়। অধিকাংশ কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির উপযোগী পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নেই, যেমন র‍্যাম্প, শৌচাগারের অভাব। হাসপাতালসমূহে আলাদা ইউনিট বা কক্ষ নেই এবং চিকিৎসা উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে অনেকক্ষেত্রে পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ টিনসেড ভবনে পাঠদান কার্যক্রম হয়। অনেক বিদ্যালয়ে সংলগ্ন মাঠ নেই, এবং থেরাপির জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ মেশিন অকেজো। অধিকাংশ বাক-শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ভবন ও আবাসন জরাজীর্ণ এবং আবাসনে কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।

প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয় নেই - সরকরি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পাঁচটি, সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আটটি, এমপিওভুক্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় জেলার সদর উপজেলাকেন্দ্রিক। নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ট্রাস্টের নিজস্ব ভবন নেই এবং জেলাকেন্দ্রিক কোনো কার্যালয় নেই। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মেরামতের বাধ্যবাধকতা থাকায় বিভিন্ন থেরাপি মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে তা দীর্ঘসময় অকেজো থাকে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছু মোবাইল ভ্যান ও মোবাইল ভ্যানে স্থাপিত অত্যাধুনিক থেরাপি মেশিন অকেজো অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণের (ট্রাই-সাইকেল এবং হিয়ারিং এইড) ঘাটতি রয়েছে।

২.৪ সমন্বয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রসরে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। কমিটিসমূহের সভা নিয়মিত না হওয়া, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। স্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, পরিকল্পনা, সড়ক পরিবহন ও সেতু, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান, আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের

কল্যাণে কাজ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে প্রতিবন্ধিবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগের ঘাটতি এবং সরকার জেলা সদর হাসপাতাল ও নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে র‍্যাম্প তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এছাড়া শনাক্তকরণ, ভাতা, ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ শহর/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনা হয় না।

২.৫ অংশগ্রহণ

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বরাদ্দ নির্ধারণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণে উদ্যোগের ঘাটতি বিদ্যমান। অধিকাংশ জেলা ও উপজেলায় কমিটি থাকলেও নিয়মিত সভা না হওয়ায় সদস্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ কম এবং ক্ষেত্রবিশেষে জেলা পর্যায়ের কমিটির সভায় অধিকাংশ সদস্যরা বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরতে পারেন না। অধিকাংশ সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও এনজিওসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মতামত গুরুত্ব না দেওয়ায় উদ্যোগসমূহের স্থায়িত্বের সংকট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে মোবাইল ভ্যান তৈরি, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ। বেশিরভাগ মোবাইল অকেজো হয়ে রয়েছে এবং অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এমপিওভুক্তির সময় বিদ্যালয়ের অর্থ এনজিও কর্তৃক তছরূপ হয়, এমনকি কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা দেওয়া হয় না। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নকশা প্রণয়নকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় প্রকল্প প্রতিবন্ধিবান্ধব হয় না (ব্যতিক্রম মেট্রোরেল প্রকল্প)। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণে অধিকাংশ সময় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয় না।

২.৬ স্বচ্ছতা

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং প্রকাশিত তথ্য হালনাগাদ নয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কমিটি সংক্রান্ত এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে বিগত ছয় বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন না থাকায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিংক কার্যকর নয়, যেমন সমাজসেবা অধিদফতর ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট। এছাড়া সরকারি অনেক ওয়েবসাইটের পরিচিতি ছাড়া ভিতরের তথ্য এবং ওয়েবনির্ভর/অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার এবং অ্যাপ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য নয়, যেমন রেলওয়ের টিকিট কাটা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে হালনাগাদ নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ, কতজন বরাদ্দ পাচ্ছে, কীভাবে সেবা পেতে পারে এ সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম' এর বিস্তারিত তথ্য নেই। এছাড়া প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণায় ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি রয়েছে। সুবর্ণকার্ড করার জন্য প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের একাংশ এবং তাদের অভিভাবক কোনো কোনো সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই সমাজসেবা অফিসে আগমন করেন। এছাড়া সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ঘাটতি থাকার কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সাথে আচরণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিভাবকের পাশাপাশি সামাজিক অসচেতনতা বিদ্যমান এবং এ কারণে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে প্রতিবন্ধকতাসহ নানা ধরনের সমস্যা ও হয়রানির শিকার হন।

২.৭ জবাবদিহিতা

ক. জবাবদিহি ব্যবস্থা ও তদারকি

জবাবদিহি ব্যবস্থা ও তদারকির ঘাটতির কারণে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠপর্যায় পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটির নিয়মিত সভা হয় না। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কমিটির সভাপতির অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যস্ততা কারণ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি হচ্ছে এবং এর সুফল প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা পাচ্ছে না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সেবা প্রদান কার্যক্রম ও প্রকল্পে তদারকির (সরেজমিন পরিদর্শন, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত ইত্যাদি) ঘাটতি বিদ্যমান - শিক্ষা, ঋণ ও ভাতা, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম বিশেষকরে স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং, থেরাপি ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের ওপর যথাযথ তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

খ. অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

অধিকাংশ শহর/উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়েরের সুযোগ থাকলেও নির্ধারিত ফর্ম ও অভিযোগ গ্রহণের রেজিস্টার নেই এবং অধিকাংশ কার্যালয়ে অভিযোগ বাক্স নেই। লিখিত অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সেবা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ দায়ের করেন না। এছাড়া সেবা ও যেকোনো ধরনের হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন থাকলেও প্রচার-প্রচারণার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি এটি ব্যবহার করেন না।

গ. নিরীক্ষা

১৯৯৬-২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অধিকাংশ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কোনো নিরীক্ষা হয় নি। এছাড়া সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের কোনো কার্যালয়ে ২০১৬ এর পরে নিরীক্ষা হয় নি। এছাড়া এখন পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে নিরীক্ষা হয় নি। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ২০১৬ এর পরে নিরীক্ষা হয় নি।

২.৮ সংবেদনশীলতা

ক. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ

সমাজসেবা অফিসে যেয়ে আবেদন না করলে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণের আওতায় আসেন না এবং বাড়ি বাড়ি যেয়ে শনাক্তকরণ কার্যক্রম কয়েকবছর ধরে বন্ধ রয়েছে। সরকারি হাসপাতালসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়ার বিষয়ে সহমর্মী নন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিরক্তি প্রকাশ করেন। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের কাছে প্রতিবন্ধিতাসহ গর্ভবতী নারী গেলে তাদেরকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করা এবং সিজারের সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আনতে বলা হয়। অনেক সময় থেরাপির প্রয়োজন হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার কর্তৃক থেরাপিস্টের কাছে রেফার করা হয় না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের বিরূপ আচরণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেছেন, 'এরা স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করে'। প্রতিবন্ধিবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম।

প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য কোটা থাকলেও তা চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ প্রার্থীরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। আদালতে শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য ইশারা ভাষায় দক্ষ ব্যাখ্যাকারী দেওয়া হয় না। দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের স্পর্শজনিত বক্তব্য আমলে না নেওয়ায় ধর্ষণের শিকার অধিকাংশ দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও নারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

ঢাকায় অধিকাংশ গণপরিবহনে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলেও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য তা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। যেসব আসন বরাদ্দ করা হয়েছে তা চালকের ও ইঞ্জিনের পাশাপাশি যা প্রশস্ত নয় এবং প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়। গণপরিবহনে অনেক সময় নির্দিষ্ট সিটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের বসতে দেওয়া হয় না। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও তার অভিভাবক গণপরিবহনে চলার সময় খারাপ আচরণের সম্মুখীন হন। এছাড়া সারাদেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার ও গণশৌচাগারসমূহ প্রতিবন্ধিবান্ধব করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

খ. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের সাড়া প্রদান

প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন দেরিতে জারি হয়। প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পরে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দরিদ্র প্রতিবন্ধিতাসহ শিক্ষার্থীরা স্মার্ট ফোন না থাকায় অনলাইন পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যারা নিয়মিত বিশেষ বিদ্যালয়ে আসত, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরও দীর্ঘদিন স্কুলের বাইরে থাকার কারণে তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুসারে অনেকের নিয়মিত চিকিৎসা ও বিভিন্ন ধরনের থেরাপির (স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, আচরণ থেরাপি ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে থেরাপি ও কাউন্সেলিং সেবা বন্ধ থাকায় এবং পরবর্তীতে এসব সেবা প্রদানের পরিসর সীমিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সার্বিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ টেস্টের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৃথক সারি ও চিকিৎসার জন্য পৃথক হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয় নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোভিড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয় নি।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অধিকাংশ কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের পক্ষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিকে বেসরকারিভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও থেরাপি দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং চিকিৎসার জন্য সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া যায় নি। সরকারিভাবে ২,৫০০ টাকার অর্থ সহায়তার কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং এক্ষেত্রে সমাজসেবা মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। সরকারের পক্ষ থেকে অধিকাংশ এলাকায় শুধু যাদের কার্ড আছে তাদের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাল নিম্নমানের ছিল। অধিকাংশ প্রান্তিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি যাদের সুবর্ণকার্ড নেই তারা আরও বেশি প্রান্তিক হয়েছেন এবং তাদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো এলাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখায় তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৯ অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও সুবর্ণকার্ড সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

কোনো কোনো সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার এবং তার সহকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতী শনাক্তকরণ কার্যক্রমে ১,০০০-১,৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ জেলা সদর হাসপাতালে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার "অনেক ব্যস্ত" থাকায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সময়ক্ষেপণের পাশাপাশি হয়রানির শিকার হচ্ছে। উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে তথ্যভান্ডারে নাম অন্তর্ভুক্তকরণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি বা তার নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে ১০০-২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য, সচিবালয়, জেলা প্রশাসন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত জন প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি না হওয়া সত্ত্বেও সুবর্ণকার্ড প্রদানের জন্য সমাজসেবা কার্যালয়ে তদবির করে। তদবিরের মাধ্যমে যাদের সুবর্ণকার্ড দেওয়ার কথা নয় তাদের কার্ড দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রকৃত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা সুবর্ণকার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের একাংশের বিরুদ্ধে সুবর্ণকার্ডের জন্য ১,০০০-৩,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার সুবর্ণকার্ড থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া এবং প্রাপ্য সুবিধা পেতে মধ্যস্থতা করার অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে জনপ্রতিনিধিদের স্বদিচ্ছার ওপর। ভাতা প্রাপ্তির কার্ড পেতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ কর্তৃক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১,০০০-৩,০০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২৩.৪% খানাকে ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া সময়ক্ষেপণ, স্বজনপ্রীতির ও প্রতারণার শিকার যথাক্রমে ১৯.৩% খানা, ১১%খানা এবং ৭.৯% খানা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যে নতুন ২ লক্ষ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ভাতার আওতায় এসেছে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ভাতার অর্থের অংশবিশেষ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। প্রথমবার ভাতার বইয়ে সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর লাগে বিধায় উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের একাংশ অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির প্রথম কিস্তি পেতে ২৪%-৬৭% অর্থ আত্মসাৎ হয়ে থাকে।

ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্রয়কৃত বিভিন্ন থেরাপি মেশিন এবং প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ নিম্নমানের, যদিও এ ধরনের ক্রয়ের জন্য যথাযথ আর্থিক বরাদ্দ থাকে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশের পরিচিত ও আত্মীয়দের বাসা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যোগসাজশের মাধ্যমে উভয়পক্ষ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ভাড়া করা কেন্দ্রের অবকাঠামো প্রতিবন্ধিবান্ধব নয়।

এনজিওদের অনুদান সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন শর্তসাপেক্ষে এনজিওদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওদের একাংশ ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনুদান পেয়ে থাকে। অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২০,০০০-৭০,০০০ টাকা অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয় বিধায় এসব এনজিও অঙ্গীকারবদ্ধ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে না।

সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

বছরের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো কোনো উপজেলা কমিটি সভা না করেই সভাপতিসহ সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করে সভার কার্যবিবরণী তৈরি করে।

পরিবহন ভাড়া সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি

গণপরিবহনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কার্ড থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত অর্ধেক ভাড়া না নিয়ে সম্পূর্ণ ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সেবার খাতভেদে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্র: টিআইবি পরিচালিত সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেখা যায় প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিরা তাদের অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতো সকল সেবা নিতেই অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারসহ সকল ক্ষেত্রেই তারা কম-বেশি দুর্নীতির শিকার হয় (সারণি ৫)।

সারণি ৫: সেবার খাতভেদে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির দুর্নীতির শিকার হওয়ার চিত্র

সেবার খাত	সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি, বই প্রাপ্তি, ভর্তি/পুনঃ ভর্তি, প্রবেশপত্র	১১.৩	৮.০	২৫০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	টিকিট ক্রয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শয্যা, হুইল চেয়ার ব্যবহার, ওষুধ	১৩.৬	৫.৫	২৩৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	বিভিন্ন ধরনের সনদ ও প্রত্যয়নপত্র, ভাতা, সালিশ	৩৪.৭	১৪.১	১৩৬১
ব্যাংকিং	ভাতা ও রেমিট্যান্স উত্তোলন	৪.২	১.৭	-*
সমাজসেবা কার্যালয়	শনাক্তকরণ ও সুবর্ণ কার্ড, ভাতা	১৭.৪	৮.৭	-*

*পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যায়, নীতিগত ও আইনগতভাবে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণে বিদ্যমান কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বাস্তবসম্মত ও যথেষ্ট নয় এবং যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে যথাযথভাবে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছায় না।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা না হওয়ায় সেবা প্রদান কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি মৌলিক মানবধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসারে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান, পরিবহন, সার্বিক অবকাঠামো, সম্পদের ওপর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতির কারণে উন্নয়নে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৩.২ সুপারিশ

ক. আইন সংক্রান্ত

১. আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর আওতায়

- শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গণপরিবহনে ওঠানামার ক্ষেত্রে র‍্যাম্পের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে
- আইনটি কোন কোন আইনের উপর প্রাধান্য পাবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে
- পরিচয়পত্র ব্যতীত প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ এর আওতায়

- সকল কমিটিতে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে হবে

- কমিটিসমূহের সদস্যদের দায়িত্ব এবং কমিটিসমূহের সভার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করে কমিটিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে
- কমিটিসমূহের সমন্বয়ের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

গ. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায়

- স্বীকৃত এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সরকারি জমি লিজ দিতে হবে, ভবন তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, এবং এ সংক্রান্ত ধারা ১৩ (৬) সংস্কার করতে হবে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত

২. জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদাভাবে বরাদ্দ রাখতে হবে এবং চাহিদার নিরিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, গণশৌচাগারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অবকাঠামো প্রতিবন্ধিবান্ধব করতে হবে।

৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ইউনিট করতে হবে যেখানে একজন ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষায়িত বিদ্যালয় এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি শনাক্তকরণে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

গ. সংবেদনশীলতা, সমন্বয় ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৮. সকল ধরনের দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিবন্ধিতাসহ শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনধারণের মৌলিকা চাহিদা পূরণে (বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, খাদ্য সহায়তা) সরকারিভাবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সংঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত

১১. সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্যবহুল করতে হবে (বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিটি সংক্রান্ত তথ্য, গৃহীত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য) ও তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ওয়েবনির্ভর/অনলাইন সেবা, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, অ্যাপ প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য করতে হবে।

ঙ. জবাবদিহিতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

১২. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে কার্যকর তদারকি এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক নিয়মিত নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকির করতে হবে।

১৩. প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয় কর্তৃক অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের অভিযোগ দায়েরের জন্য পৃথক হটলাইন চালু করতে হবে।

১৪. প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

****